Cosmo School

শ্রেণিঃ সপ্তম

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র

অলক্ষুণে জুতো

হারুন হাবীব

লেকচার শীট

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২০

লেখক পরিচিতিঃ

নামঃ মোহাম্মদ নাসির আলী।

জন্ম তারিখঃ ১০ই জানুয়ারি, ১৯১০ সাল।

জন্মস্থানঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ধাইদা গ্রাম।

ছদ্মনামঃ বাগবান।

সাহিত্যকর্মঃ মণিকণিকা, শাহি দিনের কাহিনী, ছোটদের ওমর ফারুক, আকাশ যারা করলো জয়, আলী বাবা, ইতালীর জনক গ্যারিবল্ডি, বীরবলের খোশগল্প, সাত পাঁচ গল্প, বোকা বকাই, যোগাযোগ, লেবু মামার সপ্তকাণ্ড ইত্যাদি।

পুরস্কারঃ ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার।

মৃত্যুঃ ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৭৫ সাল।

শব্দার্থঃ

বই থেকে পড়বে।

বানান সতর্কতাঃ

চমৎকার, ধনী, হঠাৎ, ব্যয়, নাগরাই, জিন্দেগি, সন্ধান, পরমায়ু, বিখ্যাত, দুর্ভাগ্য, চমৎকার, তৎক্ষণাৎ, হাম্মাম, সর্বস্ব, অগত্যা।

কিছু ব্যাখ্যাঃ

 # "এ অলক্ষুণে জুতোর কারণে আমার যা কিছু দুর্ভোগ ঘটেছে, তা শুনে ইন্সাফ করুন"।

- আলী আবু অনেক ধনী হওয়া সত্ত্বেও নিজের ছেঁড়া জুতো জোড়া বদলাতো না। কিন্তু একবার এই জুতো নিয়ে তার এক বন্ধুর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হয়। আর তাপর থেকেই শুরু হয় এই জুত জোড়া নিয়ে তার জীবনে বিপত্তি। সে বিভিন্নভাবে এই জুতো জোড়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও সেগুলো বারবার তার কাছে ফিরে আসতে থাকে ও আলী আবু বার বার বিপদে পড়তে থাকে ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকে। তাই সে অবশেষে এই জুতোজোড়া নিয়ে কাজির দরবারে যেয়ে জুতোর বিরুদ্ধে নালিশ করে।

 # "আমার বন্ধু ওমরেরই এ কাজ। সে-ই নতুন জুতোজোড়া কিনে আমাকে উপহার দিয়ে গেছে"।

- আলী আবু একদিন শহরের হাম্মামে গোসল করতে গিয়ে তার বন্ধু ওমর বিন সদির সাথে দেখা হয়। ওমর তাকে পুরনো জুতো পরিবর্তন করে নতুন জুতো কিনতে বলে চলে যায়। এদিকে আলী আবু গোসল শেষে ফিরে এসে দেখে তার সেই পুরনো জুতোর পরিবর্তে সেখানে একটই নতুন সুন্দর জুতো। তাও আবার তার নিজের মাপের। তখন সে ভাবে যে, জুতোজোড়া মনে হয় বন্ধু ওমর তাকে উপহার দিয়ে গেছে। তাই সে নতুন জুতো পরে সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু আসলে জুতোজোড়া ছিলো আসলে শহরের কাজির। আলী আবুর জুতোজড়া পায়ের ধাক্কায় দূরে সরে গিয়েছিলো।

 # "বাগদাদের মুচিরাও তাকে চিনে ফেলেছে"।

- বাগদাদ শহরে আলী আবু আম্মুরী নামের একজন ধনী লোক বাস করতো। তবে তার জামা কাপড় দেখে সহজে কেউ বুঝতে পারবে না যে সে আসলে অনেক ধনী। তার একজোড়া অনেক পুরনো নাগরাই জুতো ছিলো। যেটা দেখে শহরের বুড়ো থেকে শিশুরা পর্যন্ত হাসাহাসি করতো। আলী আবুর জুতোর কোথাও একটু ফুটো হলেই সে মুচির কাছে চলে যেত। বাগদাদের সব মুচিরাও তাকে এই কারণে চিনে ফেলেছে। তাকে দেখলেই তারা এই জুতো বাদ দিয়ে নতুন জুতো কিনতে বলতো। কারণ ঐ জুতোয় আর তালি লাগানোর জায়গা ছিলো না।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১। আলী আবু আম্মুরী বাস করত কোন শহরে ?

২। আলী আবু আম্মুরীর পায়ের জুতোর নাম কী ?

৩। আতরের শিশিগুলোর দাম কত ?

৪। আলী আবু আম্মুরীর বন্ধুর নাম কী ?

৫। আলীর ভারী জুতোর ঘায়ে ছেলেটির কী হলো ?

৬। আবুর দুর্ভাগ্যের কারণ কী ছিলো?

৭। আবুর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে কাজি কী করল ?

৮। আলী আবু গোলাপ জলের শিশিগুলো কোথায় রেখেছিল ?

৯। কাজি কেমন লোক ছিল ?

১০। আবুকে মোট কত দিনার জরিমানা দিতে হল ?

মূল পাঠ্যবই এর 'অলক্ষুণে জুতো' গল্পের সম্পূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখবে।

শিক্ষক-

শাহরিন সুলতানা মৌলী